মানুষের সীমাবদ্ধতার দিক (The finite aspect of Man):

রবীন্দ্রনাথ মানুষের সীমাবদ্ধতার তিনটি দিকের উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল: প্রথমতঃ জগতে মানুষ তার সীমাবদ্ধ অস্তিত্বের সময় প্রাণীজগতের সঙ্গে অংশীদার হয় কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের। চারপাশের পরিবেশের থেকে আগত উদ্দীপক দ্বারা কিছুদূর পর্যন্ত তার জীবন নির্ধারিত। মানুষের কিছু কিছু ক্রিয়া ও আচরণ প্রবণতাগত ও যান্ত্রিক। অন্যান্য প্রাণীর মতো, মানুষও নিজের সম্পর্কে সচেতন তার বহু ক্রিয়াই পরিচালিত হয় আত্মতুষ্টি অথবা আত্মরক্ষার অভিপ্রায় থেকে। পশুদের মতো অন্যান্যদের সঙ্গে মানুষও ঝগড়া করে আপন প্রয়োজন এবং কামনা-বাসনা পূরণের জন্য। এগুলিই তার চরিত্রের সীমাবদ্ধতার একটি দিক।

দ্বিতীয়তঃ আপন সীমিত অস্তিত্বের মধ্যেই মানুষ এমন কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করে যা তাকে পৃথক করে অন্যান্য জীবিত প্রাণী থেকে। যেমন, তার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি তীক্ষ্ণভাবে বিকশিত হয় এবং নিজের নিয়ন্ত্রণে থাকে। সে ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারে। অন্যত্র যে কোন স্থানে, বিষয়ে স্থাপন করতে পারে এবং শিক্ষিত করতেপারে বাস্তবসম্মতভাবে কাজ করার জন্য। উপরন্তু, মানুষের বস্তুগত সুবিধা হল 'মন' এর অধিকারী সে। এই 'মন' থাকার সুবাদেই প্রাকৃতিক উপাদানের প্রতি তার প্রতিক্রিয়া অন্যান্যদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। অন্যান্য পশু-পাখীরা যেখানে বাধ্য হয় প্রাকৃতিক শক্তির কাছে, যেমন বন্যা, অগ্নিকাণ্ড, ঝড়

Scanned by CamScanner

প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। মানুষ সেখানে তার দৈহিক ক্ষমতার মাধ্যমে ঐ প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার পদ্ধতি আবিষ্কারে সচেষ্ট হয়। সুতরাং মানব প্রকৃতির সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও সে অন্যান্য গতিশীল প্রাণীদের থেকে উন্নততর শ্রেণীর। আর এ কারণেই অন্যান্য সমস্ত প্রাণীকে মানুষ পোষ মানিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, হাতির শুঁড়, বাঘের নখ, ছুঁচোর তীক্ষ্ণ বক্র নখর একত্রিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে মানুষের হাতে।

দ্বিতীয়তঃ মানুষের সীমাবদ্ধ প্রকৃতির মধ্যেই লক্ষ্য পাওয়া যায় তার আধ্যাত্মিক-সম্ভাবনার। মানব আকাঙ্ক্ষার বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায়, তার আকাঙ্ক্ষাগুলি সব সময় আত্ম-কেন্দ্রিক না। সেই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে থাকে সামাজিক ও বাসনাও। যেমন মানুষের মধ্যে নান্দনিক অনুভূতি, সুন্দরের প্রতি ভালবাসা এটাই নির্দেশ করে যে, সে নিজেকে প্রতিদিনের অতিক্রম করে যায়। এমনকি মানুষের সীমিত সত্তা যদি ইচ্ছাও করে যে, অন্যান্যদের থেকে সে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখবে, নির্বিকার থাকবে, তবু সে কাজে সে সক্ষম হয় না। সব সময় সে অন্যের সঙ্গে নিজেকে এক সূত্রে বাঁধতে চায়।

মানব চরিত্রের এই তিন দিক লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ মানুষের সীমিত সত্তার কতকগুলি মৌল প্রবণতার উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে প্রথমটি হল 'অর্জন করার প্রবণতা' (acquisition)। মানুষের সীমিত সত্তা কোন কিছু 'অর্জন করে' গভীর সন্তুষ্টি লাভ করে। মানুষের ভালবাসা এবং লড়াই, তার অনুরাগ এবং বিরাগ—সব কিছু পরিচালিত হয় এই অর্জন করার 'বাসনা' দ্বারা। এ কারণেই সম্পদের কোন পরিমাণই তার সম্পদ অর্জনের তৃষ্ণাকে নিবারণ করতে পারে না। কোন বিষয়ে মানুষের কৃতকার্য হওয়ার পরেই আবার অন্য কোন বিষয় পাওয়ার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে সে। এক অর্থে এই প্রবণতা মানুষকে বন্ধনে আবদ্ধ করে, কারণ অর্জন করার অর্থ সম্পূর্ণ লৌকিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা। কিন্তু অন্য অর্থে, এই প্রবণতা হল মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার উপস্থিতির প্রমাণ। কারণ, এই প্রবণতাই তাকে তার সীমাবদ্ধ অস্তিত্বকে অতিক্রম করতে সাহায্য করে।

মানুষের সীমাবদ্ধতা অস্তিত্বের আর একটি স্পষ্ট দিক হল তার আমিত্ব-সচেতনতা। এটি নানা আকৃতিতে তার মধ্যে দেখা যায়— নিজেকে জাহির করা, অহংকার করা, গর্ব করা প্রভৃতি। এজাতীয় ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একথা পরিষ্কার যে, মানুষ নিজের 'আমিত্ব' কেই নানাভাবে সন্তুষ্ট করে এই 'আমিত্ব'কে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে মানুষ যুক্তিহীন কাজও করতে পারে অনেকক্ষেত্রে, এমনকি যদি তার 'আমিত্বে' আঘাত লাগে সে হয়ে উঠতে পারে প্রতিহিংসাপরায়ণও। একজন ব্যক্তির-জীবনকে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, যে তার সীমাবদ্ধ সমস্ত কাজের উৎসই হল আমিত্ব নিবেদিত। যেমন কামনা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা—সমস্ত কিছুই প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে উদ্ভব হয় আমিত্বকে সন্তুষ্টি করার জন্য।

এ কারণেই মানুষের সীমাবদ্ধ সত্তা ইচ্ছা করে যে কোন মূল্যে নিজের 'অদ্বিতীয়ত্ব' (Uniqueness) জাহির করতে। এর দ্বারা তার এক অদ্ভুত সন্তুষ্টি হয়, সে ভাবতে থাকে যে সে অন্যদের থেকে 'উন্নততর' অথবা অন্ততঃ সে অন্যদের থেকে 'বিশিষ্ট' ভাবে স্থির। প্রত্যেক মানুষই নিজেকে ভাবে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ। সে অন্য সকলের কাজের ভাল-মন্দ বিচার করে তার নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা।

মানুষের সীমাবদ্ধ সত্তার আরো একটা দিক 'কামনার সংগঠন'। এর কিছু কামনা-বাসনা

Scanned by CamScanner

দেহগত, এবং কিছু কামনা বিশেষ ব্যক্তিকে অতিক্রম করে যায়। তবে সীমিত সত্তার সমগ্র কার্যধারাকে মৌল কিছু কামনায় রূপান্তরিত করা যায়। এর মধ্যে একটি স্বাভাবিক কামনা হল 'দৈহিক আরাম'। খাদ্যের কিম্বা পানীয়ের কিম্বা আরামের জন্য কামনা এই শ্রেণীর। এছাড়াও আছে সাধারণ কামনা সমগ্র দেহ সম্পর্কে। এছাড়াও সাধারণ সামাজিক প্রকৃতি আছে মানুষের সীমাবদ্ধ সত্তার। যেখানে সে সমাজে শক্তিশালী ব্যক্তি হয়ে উঠতে চায়। এ সবই সাধারণ মানব চরিত্র। তবে মানুষের এই সীমাবদ্ধ সত্তাই তার অসীম সত্তার উৎস। এই সীমিত সত্তা থেকেই বিকশিত হয় মানুষের অসীম সত্তা।

Scanned by CamScanner